দর্শনা রেল বাজারের প্রবেশ মুখে জীবনু-নাশক টানেল উদ্বোধন

দর্শনা রেল বাজারে প্রবেশ মুখে স্বাস্থ্য বিধি সুরক্ষায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ দর্শনা রিক্সা স্ট্যান্ড বটতলায় থেকে জীবনু- নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধন করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

বৃস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় উদ্বোধনের পর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে রেল বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতারা জীবানুমুক্ত হয়ে বাজারে স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে নির্বিঘ্নে বাজারে প্রবেশ করে তাদের কেনা-কাটা করছে।

এছাড়া তিনি সকাল ৯টায় দর্শনা অংকুর কেজি স্কুল মাঠে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য উপহার প্রদান করেন। এরপর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেল উদ্বোধন শেষে চুয়াডাঙ্গার উদ্যেশে চলে যান।

বাজার কমিটির উদ্যোগে বাজারের সব কয়টি প্রবেশ মুখে জীবানু-নাশক দিয়ে চটের বস্তা ভিজিয়ে রেখেছে এবং যুব ফোরামের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাতে স্যানিটাইজ লাগিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া বাজারে শিশু ও বৃদ্ধদের প্রবেশ নিষেধ করছেন। সবচেয়ে এবার রমজানের বাজার ব্যবস্থাপনায় করোনা মুক্ত রাখতে তাদের এ উদ্যোগ বেশ প্রসংশা পেয়েছে।

এছাড়া বাজারের ভিতর বাই-সাইকেল, মোটর-সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা, আলমসাধু ও অটোরিক্সা প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ক্রেতারা নির্বিঘ্নে তাদের দুরুত্ব বজায় রেখে কেনা কাটা করতে পারছে।

জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার চেয়ারম্যান আলী মুছুর বাবু, উপজেলা নিবার্হী অফিসার এস এস মুনিম লিংকন, দর্শনা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাবির হোসেন মিকা, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের অর্থ পরিচালক আমিরুল ইসলাম ও সমন্বয়কারী কিতাব আলী প্রমুখ।

দর্শনা পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার উদ্যোগে ঈদকে সামনে রেখে করোনা ভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২ টায় দর্শনা অডিটোরিয়াম হলরুমে করোনাভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভায় দর্শনা পৌর আ’লীগের সভাপতি মেয়র মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও উপজেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুর রহমান কাজল, দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানীর জি এম (প্রশাসন) শেখ শাহাবুদ্দিন, দর্শনা ইমাম সমিতির সভাপতি মো: নূরুল ইসলাম, দর্শনা প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আকমত আলী, ঈদগাহ কমিটির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জন প্রতিনিধি, আ’লীগ নেতা, মসজিদের ইমাম, সাংবাদিকসহ স্থানীয় সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় বোরোধান সংগ্রহে সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়নের

দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বোরোধান সংগ্রহে সরকারি নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন ও অনিয়ম প্রতিরোধে কৃষক ও নাগরিক সমাজের সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অরাজনৈতিক সংগঠন জেলা লোকমোর্চার আয়োজনে বুধবার দুপুরে ওয়েভ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা লোকমোর্চার সভাপতি অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, চলতি বছর জেলায় ৫ হাজার ৩১০ প্রান্তিক কৃষকের কাছ থেকে ৫ হাজার ৩১০ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হবে। এজন্য তালিকাভুক্ত কৃষকদের মধ্যে থেকে লটারীর মাধ্যমে কৃষক নির্বাচর করার কথা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রান্তির কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের নামে ইতিপূর্বে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। চলতি বছর স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রকৃত প্রান্তির কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ইতিমধ্যেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জেলা লোকমোর্চা দাবী উত্থাপন করেছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি, জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সদর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক পারভীন লাইল, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, প্রকল্প সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, লোকমোর্চার সচিব কানিজ সুলতানা প্রমুখ।

দর্শনা বাজার পরিদর্শন ক্রেতা- বিক্রেতাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা মানার আহ্বান করেন এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেল বাজারে গতকাল সকাল ১১ ঘটিকার সময় পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী

মোঃ আলী আজগার টগর। সেই সময় তিনি ক্রেতা-বিক্রেতাদের কে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা মেনে কেনাকাটা করার আহ্বান জানান।

তিনি সকল ক্রেতা-বিক্রেতাদের বলেন, আপনারা সকলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা মেনে কাজ করলে বর্তমান মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে আমরা নিরাপদ থাকতে পারবো সেই সাথে এর সংক্রমণ ও রোধ করতে পারবো।

দর্শনা বাজার পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, দর্শনা রেল বাজার কমিটি বাজারের মূল প্রবেশমুখে সেচ্ছাসেবক দিয়ে সকলকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ও সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করার পর বাজারে প্রবেশ করতে দিচ্ছে এটি একটি ভালো উদ্যোগ এজন্য তিনি বাজার কমিটির সভাপতি টিপু সুলতান ও সেক্রেটারি সাব্বির হোসেনকে ধন্যবাদ জানান এবং সেই সাথে বাজার কমিটির সকল সদস্যকে দর্শনা রেল বাজারকে সবসময় নজরদারি তে রাখতে বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান ও দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

কার্পাসডাঙ্গায় ইসলামি ব্যাংকের ত্রাণ বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে কার্পাসডাঙ্গা শাখার ইসলামি ব্যাংক (এজেন্ট ব্যাংক) সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ব্যাংক প্রাঙ্গণে এলাকার হতদরিদ্রের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এলাকা সমূহে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে। খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে এমএম ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার

তুহিন আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ব্যাংক শাখার ম্যানেজার মোঃ খলিলুর রহমান, হাবিবুর রহমান, শফিক উদ্দিন মানিক, আলি আকবার, মোহাম্মদ আলী সোহাগ।

দরিদ্র কৃষকের ধান কেটে দিল পুলিশ

চুয়াডাঙ্গার হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমানের জমির ধান কেটে দিলো চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার ট্যাংরামারি গ্রামের নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠে এক বিঘা জমির থান কেটে দিয়েছে পুলিশ সদস্যরা।

অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আবু তারেক বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে এমনিতেই শ্রমিক সংকট রয়েছে। এ অবস্থায় হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমান অর্থের অভাবে নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠের পাঁকা ধান কাটতে পারছিলেন না।

বিষয়টি জেলা পুলিশকে অবগত করেন কৃষক। পরে মঙ্গলবার সকালে জেলা পুলিশের ২০ সদস্য কৃষকের জমির ধান কেটে দেন। ধানগুলো শুকানো হলে ঝেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান অতিরিক্তি পুলিশ সুপার।

কৃষকের ধানা কাটায় অংশগ্রহণ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়াটার কনক কুমার দাস, সদর

থানার ওসি আবু জিহাদ প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগালেন সদর থানার ওসি

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন গাইঘাটা গ্রামের মাসুদ রানার ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগিয়ে দিলেন ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান।

তাদের শিশু সন্তান তাসনিম (০৫) আর্তচিৎকার করে বলে আমি বাবা মা দু’জনকেই চাই”। বিগত সাত বছর আগে গাইঘাটা গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে মোঃ মাসুদ রানা(১৯) এবং একই এলাকার মিম আক্তার(১৮) এর বিয়ে হয়। তাদের বিয়ের বছরে বর কনের বয়স ছিল ১২/১৩ বছর অর্থাৎ বাল্যবিবাহ। তখন এলাকার সচেতন কিছু ব্যক্তি তাদের এই বিয়ের বিষয়ে অভিভাবকদের নিষেধ করেছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। যাইহোক বিয়ে হয়েছে। তাদের দাম্পত্য জীবনে একটি কন্যা সন্তান তাসনিম(০৫) এর জন্ম হয়।

তাসনিমের চোখের সামনেই বাবা-মার ক্রমাগত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি ঘটে চলেছে। এককথায় একটি অসুস্থ পরিবার যেমনটি হওয়ার কথা ঠিক তেমনটিই। এরপর এই দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ তালাক নিয়ে নেবে।

পারিবারিক এ অস্থিরতা নিয়ে আমার নিকট অভিযোগ হলে, এসআই ভবতোষ এর মাধ্যমে এই পরিবারের সাথে জড়িত সকল অভিভাবককে থানায় ডেকে নিয়ে এসে পরিবারের সবার সাথে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, এক পর্যায়ে ছোট্ট মেয়ে শিশু তাসনিম কে জিজ্ঞাসা করলে সে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জানায় সে বাবা-মা দু’জনকেই চাই অর্থাৎ সে চায় না কেউ কারো থেকে আলাদা থাক। আমাদের আলোচনা ও অবশেষে মেয়েটির আর্তনাদ এর কাছে বাবা-মার অভাব-অভিযোগ, মান -অভিমান ভেঙে যায়। তারা পুনরায় ঘর করবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান উভয় পরিবারের অভিভাবকদের সাথে কথা

বলেন এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে ভালোমতো বসবাস করতে পারে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বললেন। ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে দেন। তারা উভয়েই মেনে নেয় এবং ভবিষ্যতে আর কোনো ধরনের গন্ডগোল, মারামারি, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে না মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

গল্পটা এজন্য বলা হলো যে, এটি আসলে বাল্যবিবাহের প্রতিফল হিসেবে একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এই দম্পতির বর্তমান যে বয়স এটিই আসলে তাদের বিয়ের বয়স যা আরও সাত বছর আগে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে সমাজ থেকে, পরিবার থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ কখনো সমাজে সুস্থ কোন পরিবার তৈরি করে না বা করতে পারে না।

বাল্যবিবাহ একজন শিশুর শারীরিক-মানসিক ও আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের অন্যতম অন্তরায়। তাসনিমের চেহারা দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, শিশুটি পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এটিও বাল্যবিবাহের সরাসরি কুফল। আসুন, সম্মানিত চুয়াডাঙ্গা বাসী, আমরা আমাদের সন্তানদের, আমাদের পরিবারের সদস্যদের, আমাদের এলাকার মানুষ কে বাল্যবিবাহের কুফল কতটা ভয়ানক হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলি।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার “মশা” নিধন কর্মসূচি “

করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে ৩ নং ওয়ার্ডের “মশা” নিধন কর্মসূচি ” কাজে অংশ গ্রহণ করেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র মোঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু।

গতকাল সোমবার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তায় ও মানুষ কে করোনা হাত থেকে বাঁচতে নানান ভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। এবং অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পাশা পাশি ডেঙ্গু মশা” নিধনের কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আব্দুল হালিম ভুলন, পৌর ছাত্রলীগের সহ-

সভাপতি জাহাঙ্গীর, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী এমদাদুল হক সজল, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগ টোকন বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমরান, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম, ১নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ শাওন, ছাত্রলীগ নেতা সুরুজ আহমেদ, সাগর সহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের আরও অনেকে।

দামুড়হুদা সীমান্ত এলাকায় বিজিবি’র ত্রাণ বিতরণ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিজিবি’র উপর আস্থা রেখে সারাদেশব্যাপী হতদরিদ্র জনগণের মাঝে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের করে চলেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে কুতুবপুর মাধমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়ন বিজিবি’র অধীনস্থ কার্পাসডাঙ্গার মুন্সিপুর বিজিবি সীমান্তবর্তী এলাকার হতদরিদ্রের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যানন্দন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের ব্যবস্থাপনায় এলাকা সমূহে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন বিজিবি। খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল জিয়া সাহাদান খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। সীমান্তের অসহায়দের লক্ষ্য করে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ৬

ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, পিএসসি, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য খলিলুর রহমান ভুট্ট, ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মনি বিশ্বাস, নুর মোহাম্মদ ভগু।

অপর দিকে হুদাপাড়া বিজিবি ক্যাম্প সাড়ে ১১ টার দিকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে।

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় ২৩০ টি পরিবারের মাঝে গতকাল রবিবার রাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন বলেন বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস গভীর ভাবে হানা দিয়েছে। অন্যন্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেও এই করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে, যার কারণে সরকার বাংলাদেশের সব জায়গায় লকডাউন করে দিয়েছে ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে গেছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার আছে যারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এজন্য মানুষ মানুষের জন্য এটি চিন্তা করে আমি নিজে এবং বন্ধুদের সহযোগিতায় সমাজের ২৩০ জন কর্মহীন ও অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ পূর্ব সামান্য সাহায্য প্রদান করেছি আমার বন্ধুদের সহযোগিতায়।

প্রতিটি প্যকেটে ছিল চাল ৫ কেজি, ডাল ১ কেজি, আলু ১ কেজি, তেল ১ লিটার, পেঁয়াজ ১ কেজি, লবণ ১ কেজি, চিনি হাফ কেজি, সেমাই এক প্যাকেট ও একটা সাবান।

আয়োজনটা আমি এবং আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে পেরে এবং কর্মহীন ও অসহায় গরীব মানুষকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত, সেই সাথে সমাজের সকল বিত্তবান শ্রেণির মানুষের কাছে আবেদন আপনারা এগিয়ে আসুন তাহলেই আমরা এই সংকট ময় যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।